দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 SEP 2017 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভর্তি পরীক্ষাই সব নয়

বি বি আল মাহাদী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ সেশনের 'বি', 'সি' এবং 'চ' ইউনিটের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। অন্যান্য ইউনিটের পরীক্ষাও শুরু হবে কয়েকদিনের মধ্যে। বি ও সি ইউনিটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তুমুল লড়াইয়ে অনেককে প্রচুর কষ্ট করার পরও ছিটকে পড়তে হয় সিরিয়াল না পেয়ে। যার একটা বিরাট প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রমে। গত বছর আমার এক বন্ধু ঢাবিতে সব বিষয়ে ভালো স্কোর করেও ইংরেজিতে ৭.৯০ পাওয়ার কারণে চান্স পেল না, আজো সে কোথাও ভর্তি হয়নি। অনেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নামকাওয়াস্তে ভর্তি হয়ে থাকে, আর লেখাপড়া হয়ে ওঠে অপরিচিত এক অঙ্গন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র একটা প্লাটফর্ম; আর কিছুই নয়। চান্স পেয়েও এটাকে অনেকেই ব্যবহার করতে পারে না। আমার দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বড় ভাই প্রাইমারি স্কুলেও চাকরি পায় না। কারণ কী? কারণ তারা চান্স পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। আল্টিমেইটলি কোনো কাজে আসেনি। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেই যে জীবন হাওয়ায় উড়ে বেড়াবে এই ধরনের ধারণা বা চিন্তা থেকে প্রথমেই বেরিয়ে আসতে হবে। মনে রাখা দরকার, কয়েকটা গোল্লা ভরাট একজন শিক্ষার্থীর ভাগ্য বা জীবন নির্ধারণ করতে পারে না।

শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেটা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গণ্ডির ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। আজ কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বলে সে বড়াই করতে পারে, তার মানে এই নয়—সে মস্ত বড় পণ্ডিত। বরং যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিগ্রি অথবা প্রাইভেটসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র জ্ঞানকে একটি সার্বজনীন উৎস হিসাবে আহরণ করে, সে-ই সমাজ, মানুষের কাছে এবং ব্যক্তিজীবনে সত্যিকারের হিরো। এরিস্টটল, প্লেটো, নজরুলরা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি। তাঁরা জ্ঞানকে আহরণ করেছেন সর্বাবস্থায়।

নিজেকে নতুনভাবে প্রস্তুত করতে হবে বিশ্বের জন্য। নক্ষত্র হয়ে উঠতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলের দরকার হয় না। দরকার এখন শক্ত একটা মানসিকতা নিয়ে নিজেকে সত্যিকারের জিনিয়াস হিসাবে তৈরি করা। কয়েকটা সাধারণ জ্ঞান, ইংলিশের কয়েকটা মুখস্থ রুলস আর বাংলার কিছু গল্প প্রবন্ধ দিয়ে নিজেকে বিচার করার চাইতে বড় বোকামি কীই বা থাকতে পারে! কিন্তু জ্ঞানের নেশা জ্বালিয়ে সে অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করা গেলে সফল মানুষের কাতারে ঠাঁই হবে। কোন পথে হাঁটবে সে সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।

যদি মনে করো লেখাপড়া ছেড়ে গার্মেন্টসে ঢুকবে, তোমার জীবনের গতিধারা তাহলে আধো আলো-ছায়ার মতো মিটমিট করেই জ্বলবে। সেখান থেকে আর আলোর ফুলকি বের হবে না। জীবন একটাই। আমরা প্রত্যেকেই বড্ডো ভালোবাসি এই ক্ষণিকের জীবনটাকে পৃথিবীর সব থেকে বেশি। আর সেই ভালোবাসাটাকে এভাবে মাটি করে দেবে! ধিক্কার দাও সে জীবনে। নিজেকে তৈরি করো আলোক-পথের পথনির্দেশক হিসেবে।

সম্পর্ক জুড়ে দাও জ্ঞানীগুণী, সমাজের ভালো মানুষের সঙ্গে। দেখবে জীবনটা কিভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়। জ্ঞানকে কখনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো গণ্ডির পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে ভাবা যাবে না। দেখবে স্বপ্নগুলো কত বড় করে দেখতে শিখেছ। সিদ্ধান্ত তোমাকে নিতে হবে। নিজের জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত এখন তোমার কাছেই।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, ... বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি. বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর